গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ শাহাদৎ হোসেন
মহাপরিচালক

স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

তারিখ : ১৭/১২/২০১৯ খ্রি.

সময় : সকাল-১০:৩০ টা

হাজিরা : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতেই উপস্থিত সকলকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান এবং এ বছরে মহান দিবসটি সাড়ম্বরে ও জাকজমকপূর্ণভাবে পালনে যারা অত্র অধিদপ্তরের পক্ষে অংশগ্রহণ ও পাশাপাশি শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। এ বছর মহান বিজয় দিবসের ৪৯ তম দিবস উদযাপিত হলো, আগামী বছর অর্থাৎ মুজিব বর্ষেই মহান বিজয় দিবসের অর্ধ-শতক পালিত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আমাদের সেবার মান আরও উন্নত করতে হবে এবং কাঙ্খিত সাফল্য ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের সার্থকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানান। তাছাড়াও আগামী মার্চ ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস এবং মুজিব বর্ষ সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট শাখার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেণ। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ আলাদাভাবে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন-১) ১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রঃ নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন ও জাতীয় প্রস্তুতি দিবস উদযাপন	মুজিব বর্ষসহ ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসসহ জাতীয় প্রস্তুতি দিবস পালনের জন্য সকল কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে শাখা ভিত্তিক বন্টন করে দেয়া হয়েছে। ক) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি বাজেট/হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) বলেন যে, দায়িত্ব পেয়ে ইতোমধ্যেই মুজিব বর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ফার্ম নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী ২৩ ডিসেম্বর দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত ১৭ টি দরপত্র বিক্রি হয়েছে। খ) দাওয়াত কার্ড বিতরণ, অনুষ্ঠান সমাপ্তের পর সকল ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট দিবসের প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রশাসন-২ হতে করতে হবে। গ) পোস্টার তৈরী ও বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যবিবরণী প্রস্তুত প্রশমন শাখা করবে। ঘ) মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যোগাযোগ ও উপকমিটিতে কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত অফিস আদেশ প্রশাসন-১ শাখা হতে করতে হবে। এ বিষয়ে সভায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে মুজিব বর্ষ এবং আগামী মার্চ ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সার্বিক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।	মুজিব বর্ষ এবং আগামী মার্চ ২০২০ মাসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট শাখার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	উপপরিচালক (বাজেট/প্রশাসন-১/ ২/ প্রশমন)
২	মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদি।	অধিদপ্তরের পেন্ডিং পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা হয়।	(i) অধিদপ্তরের পেন্ডিং পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii) সকল উপপরিচালক স্ব-স্ব শাখার পেন্ডিং তালিকা উপপরিচালক (প্রশাসন-১) বরাবর দাখিল করবেন। (iii) উপপরিচালক (প্রশাসন-১) সমন্বিত প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	পরিচালক (সকল) ও উপপরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), উপপরিচালক (প্রশাসন-১)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>বিভাগীয় মোকদ্দমা</td>
<td>(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চলমান বিভাগীয় মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ
২য় শ্রেণির কর্মকর্তার মামলার হিসাব
<table>
<tr><td>ক্রঃ</td><td>মামলার নম্বর ও সন</td><td>কর্মকর্তা নাম</td><td>মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>১</td><td>০৭/২০১৬</td><td>জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন</td><td>--</td></tr>
<tr><td>২</td><td>০২/২০১৭</td><td>জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন</td><td>--</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>০৫/২০১৭</td><td>জনাব শামিমা পারভীন</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="4">৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর মামলার হিসাব :</td></tr>
<tr><td>ক্রঃ</td><td>মামলার নম্বর ও সন</td><td>কর্মচারীর নাম</td><td>মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>১</td><td>০৭/২০১৫</td><td>জনাব শামীনুর রহমান</td><td></td></tr>
</table>
(খ) অধিদপ্তরে চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা মোট ০৪টি। তন্মধ্যে ২য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ০৩টি।
১ নং ক্রমিকের জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর বিরুদ্ধে একই বিষয়ে আদালতে মামলা থাকায় ০৭/২০১৬ নং মামলাটি অনিষ্পন্ন রাখা হয়।
২ নং ক্রমিকের মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।
৩ নং ক্রমিকের মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ০১টি। মামলাটি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।
(গ) মামলাগুলো বিস্তারিতভাবে রেজিস্টারে মামলা নম্বর ও সালসহ সংরক্ষণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।</td>
<td>(ক) বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) তদন্তাধীন মামলার তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে তদন্ত কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে।
(গ) মামলাগুলো বিস্তারিতভাবে রেজিস্টারে মামলা নম্বর ও সালসহ সংরক্ষণ করে হালনাগাদ রাখতে হবে।</td>
<td>ক)উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২)
খ) উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২)
গ) উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২)</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।</td>
<td>(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে রাজস্ব ও প্রকল্পসহ বিভিন্ন খাতে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><td>ক্রমিক</td><td>খাত</td><td>মোট আপত্তি</td><td>জবাব প্রেরণ</td><td>অক্টোবর/ ১৯ মাস পর্যন্ত নিষ্পত্তি</td><td>মোট নিষ্পত্তি</td><td>অনিষ্পন্ন পেন্ডিং</td><td>মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>১</td><td>রাজস্ব</td><td>৩০৭</td><td>২৮১</td><td>১৮৯</td><td>১৮৯</td><td>১১২</td><td>নভেম্বর মাসে ০৮ টি জবাব প্রেরণ ও ৩০ টির জবাব প্রস্তুত করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ইজিপিপি</td><td>৫৪৮</td><td>১৬৬</td><td>--</td><td>--</td><td>৫৪৮</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট =</td><td>৮৫৫</td><td>৪৪৭</td><td>১৮৯</td><td>১৮৯</td><td>৬৬০</td><td></td></tr>
</table>
(খ) বাস্তবায়িত সাইক্লোন সেল্টার মেরামত ও মেরামত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ জুন/২০২০ এর মধ্যে যথাযথভাবে ব্যয় প্রসংগে আলোচনা করা হয়।</td>
<td>(ক) এ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি (APA) এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের টার্গেট অনুযায়ী রাজস্ব এবং প্রকল্প খাতের অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
(খ) বাস্তবায়িত সাইক্লোন সেল্টার মেরামতের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার মাধ্যমে আনতে হবে এবং মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট ডিআরআরও ও পিআইওদের সম্পৃক্ত করতে হবে। মেরামত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা অধিদপ্তর হতে মনিটরিং করতে হবে।</td>
<td>ক) প্রকল্প পরিচালক (SMoDMRP)/ উপপরিচালক (বা:/হি:)
খ) উপপরিচালক (বা:/হি:) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (মূওপ)</td>
</tr>
</table>

৫	অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয় প্রসংগে।	(ক) (i) সহকারি পরিচালক(যান) জানান যে, কক্সবাজার জেলার রেজি: ভূক্ত ১টি গাড়িসহ মোট ১১ টি গাড়ির অকেজো ঘোষণার অনুমোদন পাওয়া গেছে। (ii) Delegation of Power হালনাগাদ করনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উপপরিচালক /বাজেট/হিসাব) ওবং উপপরিচালক (প্রশাসন-১) সভায় উল্লেখ করেন। Delegation of Power অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক ক্ষমতা অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) সাস নম্বর যুক্ত ৩৪ টি অকেজো জিপ গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের অনুমতি চেয়ে চেয়ারম্যান, এনবিআর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ এনবিআর এর দ্বিতীয় সচিবের সাথে পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়সহ দেখা করা হয়। গাড়িগুলো কোন কাস্টমস অফিস হতে খালাস হয়েছে সে তথ্য এনবিআরে না থাকায় অকেজো ঘোষনার প্রতিবেদন এনবিআর হতে দিবে না মর্মে জানানো হয়েছে। তবে সার্বিক পেক্ষাপট উল্লেখ করে বিশেষ বিবেচনায় অকেজো ঘোষনার প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরামর্শমতে এনবিআর এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সহকারি পরিচালক(যান) জানান। (গ) গাড়ি ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা নতুন গাড়ি দ্রুত ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) (i) কক্সবাজার জেলার রেজি: ভূক্ত ১টি গাড়িসহ মোট ১১ টি অকেজো গাড়ি দ্রুত নিলামে বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii) Delegation of Power অনুযায়ী নথি নির্ধারণ ও উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এনবিআর এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে দ্রুত নিলামে বিক্রির অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) চলতি অর্থ বছরে গাড়ি ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সরকারি বিধি অনুযায়ী ০৮ টি কাভার্ড ভ্যান ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)/ সহকারী পরিচালক (যান) উপপরিচালক (বাজেট) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)/ সহকারী পরিচালক (যান) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)/ সহকারী পরিচালক (যান)
৬	অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং/ শাখায় পত্র প্রাপ্তি/ জারী প্রসংগে।	(ক) ই-ফাইলিংয়ে এ অধিদপ্তরের অবস্থান নভেম্বর মাসে ছিল চতুর্থ। আগের মাসে সপ্তম ছিল মর্মে প্রোগ্রামার সভায় উল্লেখ করেন। ই-ফাইলিংয়ে এ অধিদপ্তরের অবস্থান আরো উন্নত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিক আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। অতপর পেন্ডিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ছবি যথাযথভাবে প্রদর্শনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(i) ই-ফাইলিংয়ে এ অধিদপ্তরের অবস্থান সন্তোষজনক পর্যায়ে ফিরে আনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (iii) ই-ফাইলিংয়ে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে থাকায় (১) প্রশাসন-১ শাখা (২) প্রশাসন-২ এবং (৩) জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র শাখার সংশ্লিষ্ট সকলকে সভার মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় এবং যাদের অবস্থান সন্তোষজনক নয় তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। নভেম্বর ২০১৯ মাসের তথ্য পরবর্তী মাসে উপস্থাপন করতে হবে। (খ) আন্তর্জাতিক প্রশমন দিবস, জাতীয় প্রস্তুতি দিবস, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসসহ অন্যান্য দিবস উদযাপনের ছবি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ছবি অধিদপ্তরের facebook পেইজে আপলোড করতে হবে। তাছাড়া অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়েও যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক (সকল) উপপরিচালক (প্রশা-১/২)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) ও প্রোগ্রামার
৭	মামলা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (মন্ত্রণালয়সহ) চলমান মামলার বিবরণ	(ক) সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ত্রাণ ও	উপপরিচালক

<table>
<tr>
<td></td>
<td>সংক্রান্ত।</td>
<td>নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>মামলার ধরন</th><th>সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>রীট</td><td>৬৬টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>আপীল মামলা</td><td>২৮টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>এটি</td><td>০৯টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>এএটি</td><td>০৪টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>সার্টিফিকেট</td><td>০৪টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>আদালত অবমাননা</td><td>০৮টি</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>১১৯টি</td></tr>
</table>

(i) এ বিষয়ে সহকারি পরিচালক(আইন) জানান যে, চলমান মামলাসমূহ সরকার পক্ষে যথাযথভাবে প্রতিদন্ধিতা করা হচ্ছে। হালনাগাদ, কার্যক্রমহীন, দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সঠিক তথ্য রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং মামলার রেজিস্টার ও মামলার সর্বশেষ/হালনাগাদ অবস্থা প্রতিমাসে উপপরিচালক, প্রশাসন-০১ যাচাই করে স্বাক্ষর করে থাকেন। তিনি আরও জানান যে, দাপ্তরিক কাজসহ আদালতে চলমান মামলা পরিচালনার স্বার্থে আইন সেলে জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজন।

(ii) এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে চলমান মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি বিভিন্ন আদালতে মামলা মোকাবেলা করার সরকারি স্বার্থে প্যানেল আইনজীবি নিয়োগের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সহকারি পরিচালক (আইন) সভাকে অবহিত করেন।</td>
<td>পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রতি মাসে মামলার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। আইনসেলে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।
(খ) মামলার রেজিস্টার ও মামলার সর্বশেষ অবস্থা হালনাগাদ রাখতে হবে।
(গ) মামলার রেজিস্টার ও মামলার সর্বশেষ/ হালনাগাদ অবস্থা প্রতিমাসে উপপরিচালক, প্রশাসন-০১ যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন।

(ii) প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ বিষয়ে প্রেরীত পত্রের বর্তমান অবস্থা সর্ম্পকে উপপরিচালক (প্রশাসন-১) ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিবেন।</td>
<td>(প্রশাসন-১)/ সহকারি পরিচালক (আইন)/জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা</td>
</tr>
<tr>
<td>৮</td>
<td>কাবিখা, টিআর ও ইজিপিপি কর্মসূচি প্রসংগে।</td>
<td>(ক) <u>কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচি-</u>
(i) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ১ম ও ২য় পর্যায়ে নন-সোলার খাতে ৮৫,০০০.০০ মে.টন খাদ্যশস্য ও সোলার খাতে ২৪৮,২২,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ সহনীয় ৪৮৬৭টি ঘর নির্মাণের জন্য ১৪৫,৯৪,১৮,৬২০/- টাকা এবং ১৩৪টি বিশেষ প্রকল্পে ১৭,৩৭,১৩,১৮৩/৭৩ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সোলার বাদে অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সোলারসহ অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত (সোলারসহ) প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনো ২২টি উপজেলা হতে পাওয়া যায়নি।। তাছাড়া ইডকলের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মর্মে উপপরিচালক (কাবিখা-১) সভায় উল্লেখ করেন।

(খ) <u>টি,আর কর্মসুচি-</u>
(i) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ১ম ও ২য় পর্যায়ে নন-সোলার খাতে ২৭৮,০০,০০,০০০/- টাকা এবং সোলার খাতে ২৩৯,৬০,১২,৫০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ সহনীয় ১১,৪১৫টি ঘর নির্মাণের জন্য ৩৪২,২৯,০২,০৪০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সোলার বাদে অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সোলারসহ অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত (সোলারসহ) প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনো ২২টি উপজেলা হতে পাওয়া যায়নি মর্মে উপপরিচালক (কাবিখা-১) সভায় উল্লেখ করেন।

গ) ইজিপিপি :
(i) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। ১৯/১০/২০১৯ তারিখে হতে ১ম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।</td>
<td>(ক) (i) সরকারী বিধিমতে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে দুর্যোগ সহনীয় ঘরের নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; যাতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকিতে অর্থাৎ ১৭ মার্চ একযোগে উদ্বোধন করা যায়।

(ii) ওয়েবসাইট থেকে পিও দের তালিকা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পিওদের মাধ্যমে সোলারের কাজ দ্রুত শুরুর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(iii) বাস্তবায়িত প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৯ মাসের মধ্যে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(iv) ইডকলের সাথে নিয়মিত সভা করতে হবে।
(খ) (i) সরকারী বিধিমতে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে দুর্যোগ সহনীয় ঘরের নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; যাতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকিতে অর্থাৎ ১৭ মার্চ একযোগে উদ্বোধন করা যায়।
(ii) বাস্তবায়িত প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৯ মাসের মধ্যে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) (i) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচীর বরাদ্দ দ্বারা সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন</td>
<td>পরিচালক (কাবিখা) /(মূওপ) ও উপপরিচালক (কাবিখা-১) পরিচালক (কাবিখা/মূওপ) ও উপপরিচালক (কাবিখা-২)

উপপরিচালক (কাবিখা-৩)</td>
</tr>
</table>

		(ii) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের ৪৮০ টি উপজেলা হতে ১ম পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং৪৩০ টি উপজেলা হতে ২য় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	করতে হবে। (ii) ১ম ও ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ডিসেম্বর/১৯ মাসের মধ্যে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৯	মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত।	(ক) (i) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) এবং টিআর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত (সোলারসহ) প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এ পর্যন্ত ২২টি উপজেলা হতে এখনো পাওয়া যায়নি। তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে মর্মে পরিচালক(মূওপ) জানান। (ii) পরিচালকগণ তাদের অনুবিভাগের অধীন শাখাসমূহ প্রতি ০৩ মাস অন্তর এবং উপপরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তাদের অধীন শাখাসমূহ প্রতি ০২(দুই) মাস অন্তর পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। (খ) এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা।	(ক) (i) বাস্তবায়িত প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন নভেম্বর/১৯ মাসের মধ্যে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ii) পরিচালক/ উপপরিচালক / নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তাদের অধীন শাখাসমূহ প্রতি ০২(দুই) মাস অন্তর পরিদর্শন করবেন এবং নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (খ) অধিদপ্তর হতে প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি দুর্যোগ সহনীয় ঘরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিসও পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দ্রুত দাখিল করতে হবে। পরিদর্শন যথাযথভাবে করতে হবে। শুক্র ও শনিবার মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন রতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ ও উপপরিচালক (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ পরিদর্শনকারী সকল কর্মকর্তা পরিচালক (মূওপ) ও পরিদর্শণকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট (সকল) ডিআরআরও/ পিআইও
১০	ভিজিএফ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি সংক্রান্ত।	(ক) পরিচালক (ভিজিডি) জানান যে, ১৩ টি জেলায় আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত ২০২০ টি পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ডিসেম্বর/২০১৯ মাস হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তিন মাসের জন্য ৬২.৭০ মেঃটন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত ভিজিএফ কর্মসূচির খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (খ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে মোট ১৪৫,৬৪,১৭,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট =৩৫,৭৫,৫৫,৫০৮/- টাকা আদায় হয়েছে। এছাড়া সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে মোট =৪,৫০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট আদায় ৯৮,২৩,৯০৮/৫৬ টাকা। এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের পত্র দেয়া হয়েছে। (গ) যে জেলায় বা উপজেলায় পাওনা টাকার পরিমাণ বেশি সে সকল জেলা/উপজেলায় পরিদর্শন অব্যাহত আছে।	(ক) ভিজিএফ চাল বিতরণ বিষয়ে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষণিক তদন্ত করে প্রতিবেদনের আলোকে প্রচলিত বিধিমতে দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) সংশ্লিষ্ট ইউএনওগণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করে ঝুঁকিহ্রাস এবং বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) এ সকল জেলা/উপজেলায় পরিচালক (ভিজিডি) নিজে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নিবেন।	পরিচালক (ভিজিডি) পরিচালক (ভিজিডি)

১১	ত্রাণ কার্যক্রম সংক্রান্ত	(ক) <u>ত্রাণ কর্মসূচিঃ</u> ত্রাণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থদ্বারা সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথভাবে তাবু, কম্বল, ঢেউটিনসহ শুকনা খাবার এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে পরিচালক (ত্রাণ) বলেন যে, বিএসটিআই এর স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী তাবু, কম্বল ও ঢেউটিন ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া শীতার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে অধিদপ্তরের মজুদ হতে ৫,০৩,০০০ পিস এবং মাননীয় প্রধাণমন্ত্রীর ত্রাণ বান্ডার হতে ২৪,৬৯,১০০ পিস কম্বল সংশ্লিষ্ট জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের নিজস্ব কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে কম্বল, ঢেউটিন ও শুকনা খাবারসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সংশ্লিষ্ট জেলায় সরবরাহ দেয়া হচ্ছে মর্মেও পরিচালক (ত্রাণ) জানান।	(ক) বরাদ্দকৃত অর্থদ্বারা সরকারি পরিপত্র এবং বিএসটিআই এর স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথভাবে তাবু, কম্বল, ঢেউটিনসহ শুকনা খাবার এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে যথাযথভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (ত্রাণ)/ প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিএসডি পরিচালক (ত্রাণ)/ উপপরিচালক (ত্রাণ- ১)
		(খ) ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বরাদ্দসহ জিআর চাল ও জিআর অর্থ সরকারী নিয়ম মোতাবেক জেলা ওয়ারী বিভাজন এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(খ) ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বরাদ্দসহ জিআর চাল ও জিআর অর্থ সরকারী নিয়ম মোতাবেক জেলা ওয়ারী বিভাজন করে দ্রুত বরাদ্দ ছাড় করতে হবে।	
		(গ) জরুরী প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের গাড়ি ব্যবহার করে ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(গ) জরুরী প্রয়োজন ছাড়া অধিদপ্তরের গাড়ি ব্যবহার করে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে হবে।	
	মোহাজেরদের পুনর্বাসনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত।	(ঘ) মোহাজের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দকৃত ৪১টি জেলার মধ্যে ৩২টি জেলার জমিজমার তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ২৯ টি জেলার তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বগুড়া, নওগাঁ, লালমনিরহাট হতে প্রাপ্ত জমির তথ্য পরীক্ষাধীন আছে।	(ঘ) মোহাজের সম্পত্তির বিষয়ে আলাদা সভা করে প্রয়োজনীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
১২	এমআইএম অনুবিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত।	(ক)(i) ERCC স্থাপন বিষয়ে আলোচনা।	(ক) ERCC স্থাপনের কাজ যথাযথ তদারকির মাধ্যমে মান সম্মত নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে দ্রুত সম্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক (প্রশা/এমআইএম)/প্রকল্প পরিচালক (ইউআরপি)/ প্রোগ্রামারগণ/ সহকারি পরিচালক (জিআইএস)/ সহকারী প্রকৌশলী (মূওপ)
		(খ) ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ২৫ থেকে ৪৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। ১০০ তে বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উপপরিচালক (প্রশাসন-১) সভাকে অবহিত করেন।	(খ) জিওবি'র ফান্ড হতে ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ বৃদ্ধির কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যেই গ্রহণ করতে হবে।	
		(গ) ধরন ভিত্তিক দুর্যোগের রেজিস্টার সংরক্ষণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(গ) জেলা ওয়ারি দুর্যোগের ধরণ ভিত্তিক দুর্যোগের ঝুঁকি ম্যাপে জনসংখ্যা ও আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।	
		(ঘ) সম্প্রতি সংঘঠিত ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল" এর কারনে ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক প্রতিবেদন ক্ষতিগ্রস্থ ১৯ টি জেলা হতে "ডি" ফরমে সংগ্রহ করে জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরেণের বিষয়ে জানতে চাইলে উপপরিচালক (এমআইএম) বলেন যে, সম্প্রতি সংঘঠিত ঘূর্ণিঝড় "বুলবুল" এর কারনে ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক প্রতিবেদন ক্ষতিগ্রস্থ ১৯ টি জেলা হতে "ডি" ফরমে সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ঘ) পদেক্ষপ গৃহীত	
		(ঙ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের ছবি সংরক্ষণ করা প্রসংগে।	(ঙ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস, উদযাপিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ প্রশিক্ষণের এবং প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাজের ছবি এবং দুর্যোগের সকল অনুষ্ঠানের ছবি এমআইএম শাখায় প্রেরণ করতে হবে। এমআইএম শাখায় এ সকল ছবি সংরক্ষণ করবেন।	
		(চ) অগ্নিকান্ডসহ যে সকল দুর্ঘটনা বা দুর্যোগে নিহতদের পরিবারদের এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল	(চ) অগ্নিকান্ডসহ যে সকল দুর্ঘটনা বা দুর্যোগে নিহতদের	

		নিহতদের তালিকা সংরক্ষণ করা প্রসংগে আলোচনা। (ছ) এ অধিদপ্তরের সকল পরিচালকের ই-জিপি আইডি খোলা হয়েছে মর্মে উপপরিচালক (মিম) সভায় উল্লেখ করেন।	পরিবারদের এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে থাকে সে সকল নিহতদের তালিকা আলাদা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।	প্রোগ্রামার
১৩	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত।	(ক) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, মুজিব কিল্লা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প,জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র কাম ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্পসহ ১০ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সেতু/কালভার্টসমূহ মেরামত ও এ্যাপ্রোচ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র কাম ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্পসহ আরও ০৫ টি প্রকল্প এর ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে যা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। (খ) অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের NOA ও Work order সরকারি বিধি অনুযায়ী সময়মত প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ক) (i) মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ডিপিপিসমূহ যাচাই বাছাইঅন্তে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। (ii) অধিদপ্তরের সকল পরিচালক/ উপপরিচালকগণ পূর্বের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে নিয়মিত প্রতিবেদন দিবেন। (খ) বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের NOA ও Work order সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রদান করতে হবে এবং নির্মাণ কাজ সময়মত সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ উপপরিচালক প্রশমন) প্রকল্প পরিচালক (সকল)
১৪	প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অনুবিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত।	ক) এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ১৪ম এবং ১৫তম ব্যাচের দুই মাস ব্যাপি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শুর হয়েছে। তাছাড়াও শুদ্ধাচার, তথ্য অধিকারসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে মর্মে পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও গবেষনা) সভায় উল্লেখ করেন। সকল প্রশিক্ষণ যথাসময়ে শুরু ও শেষ করার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন। (খ) প্রশিক্ষণের জন্য মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে।	ক) সকল ডিআরআরও এবং পিআইওদের সমন্বয়ে প্রধান কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খ) নতুন ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)/ পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)/
১৫	অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের শূণ্য পদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত তরান্বিত করণের জন্য সভাপতি তাগিদ দেন।	নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)
১৬	বিবিধ	১) অফিসের নিরাপত্তা আরো জোরদার করণের লক্ষ্যে মেইন গেটে রক্ষিত পাঞ্চ মেশিনে হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। পাঞ্চ মেশিনে পাঞ্চ না করে কেহ অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। বাইরের অতিথি বা বহিরাগতদেরকেও রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা, কার সংগে কি প্রয়োজনে দেখা করবেন ইত্যাদি এন্ট্রি করে অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। এ জন্য নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে আরো সতর্ক থাকতে হবে। অফিসের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে সভায় বিশদভাবে আলোচনা হয়। ২) যথাসময়ে অফিসে আগমন ও অন্যত্র গমনের বিষয়ে আলোচনা।	১) অবশ্যই সকাল ৯.০০ টার মধ্যেই অফিসে আসতে হবে। যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত না হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পাঞ্চ মেশিনে পাঞ্চ না করে কেহ অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। বাইরের অতিথি বা বহিরাগতদেরকেও রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা, সাক্ষাতের কারন ইত্যাদি এন্ট্রি করে অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। ২) প্রতিদিন সময়মত অফিসে হাজিরার পর প্রয়োজনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিভিন্ন সভা/প্রশিক্ষণ/ অন্যত্র গমন	উপপচিালক (প্রশাঃ১/২) ও প্রোগ্রামার

		৩) ফটোকপিয়ার মেশিন ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা।	করতে হবে। ৩) ফটোকপি মেশিন প্রত্যেক উইংয়ের পরিচালকের কক্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	
		৪) অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে দ্রুত আনছার নিয়োগ প্রয়োজন মর্মে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	৪) আনছার নিয়োগের বিষয়ে উপপরিচালক (বা/হি) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।	
		৫) পিআরএল, লাম্পগ্র্যান্টসহ পেনশন আনুতোষিক যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেনশন প্রত্যাশি কর্মচারিগণ যাতে সময়মহ সহজেই তাঁদের পেনশন আনুতোষিক পায় সে বিষয়ে আরো আন্তরিক হওয়ার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন।	৫) পিআরএল, লাম্পগ্র্যান্টসহ পেনশন আনুতোষিক যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পেনশন প্রত্যাশি কর্মচারিগণ যাতে সময়মহ সহজেই তাঁদের পেনশন আনুতোষিক পান সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিক হতে হবে।	
		৬) অধিদপ্তরের স্থান স্বল্পতার কারনে যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিপিপিতে আলাদা অফিস ভাড়ার অর্থ সংস্থান আছে; সে সকল প্রকল্প অফিস দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরের বিষয়ে সভায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।	৬) (i) যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিপিপিতে আলাদা অফিস ভাড়ার অর্থ সংস্থান আছে; সে সকল প্রকল্প অফিস এ অধিদপ্তরের বাইরে অন্যত্র দ্রুত স্থানান্তর করতে হবে। সভার সিদ্ধান্তমতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে পত্র দিয়ে অনুরোধ করতে হবে। (ii) অধিদপ্তরের কোন রুম বা কক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিচালক (প্রশাসন) এর পূর্বানুমতি নিতে হবে। অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কোন রুম বা কক্ষ স্বেচ্ছাধীন দখল করলে তাঁর বা তাদেঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।	

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬.১২.২০১৯

(মোঃ শাহাদৎ হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোন-৯৮৪১৫৮১
E-mail: dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.০৬.০০৮.১১- ০১ তারিখ-১/০১//২০২০খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক (সকল), ..., দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। উপপরিচালক/উপ প্রকল্প পরিচালক (সকল), ...,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী (কাবিখা/মূওপ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। সহকারী পরিচালক (সকল), ..., দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা/মূওপ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯। উচ্চমান সহকারী/ হিসাব রক্ষক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

০১.০১.2020

(লুৎফুন নাহার)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
ফোন-৯৮৬১৩৬০